সূচিপত্র

		শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়	:	কিতাবুন্নিকাহ্	
	:	বিবাহ পর্ব	৩
		অনুচ্ছেদ : মাহ্‌রাম প্রসঙ্গ	৭
	:	মুতা বিবাহ বাতিল	১৫
অধ্যায়	:	ওয়ালী ও কুফু প্রসঙ্গে	১৯
		পরিচ্ছেদ : পাত্র-পাত্রীর কুফু	২৮
		পরিচ্ছেদ : ওকীলের মাধ্যমে বিবাহ	৩২
অধ্যায়	:	মাহর	৩৭
অধ্যায়	:	দাসের বিবাহ	৫৯
অধ্যায়	:	মুশরিক সম্প্রদায়ের বিবাহ	৬৯
অধ্যায়	:	পালা বন্টন	৭৫
অধ্যায়	:	স্তন্য পান	৭৭
		তালাক পর্ব	৮৩
অধ্যায়	:	সুন্নত পদ্ধতির তালাক	৮৫
অধ্যায়	:	তালাক প্রদান	৯৫
		অনুচ্ছেদ : তালাককে সময়ের সাথে সম্বন্ধকরণ প্রসঙ্গে	১০০
		অনুচ্ছেদ :	১০৪
		পরিচ্ছেদ : তুলনা দিয়ে তালাক দেওয়া	১০৭
		অনুচ্ছেদ : সহবাসের পূর্বে তালাক প্রসঙ্গে	১১১
অধ্যায়	:	(স্ত্রীকে) তালাকের ক্ষমতা প্রদান	১১৭
		পরিচ্ছেদ : ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ	১১৯
		অনুচ্ছেদ : বিষয়টি হাতে অর্পণ সম্পর্কে	১২২
		পরিচ্ছেদ : ইচ্ছা প্রসংগ	১২৫

		শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়	:	শর্তযুক্ত তালাক	১৩৩
		অনুচ্ছেদ : ব্যতিক্রম জ্ঞাপক শব্দ প্রয়োগ	১৪০
অধ্যায়	:	রোগাক্রান্ত ব্যক্তির তালাক	১৪৩
অধ্যায়	:	রাজা'আত	১৫১
		পরিচ্ছেদ : তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী হালাল হওয়ার উপায়	১৫৭
অধ্যায়	:	ঈলা	১৬১
অধ্যায়	:	খোলা	১৬৭
অধ্যায়	:	যিহার	১৭৭
		অনুচ্ছেদ : কাফফারা প্রসঙ্গে	১৮১
অধ্যায়	:	লি'আন	১৯১
অধ্যায়	:	পুরুষত্বহীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ	১৯৭
অধ্যায়	:	ইদ্দত	২০১
অধ্যায়	:	নসব প্রমাণ প্রসঙ্গে	২১৫
অধ্যায়	:	সন্তান প্রতিপালন এবং কে এর অধিক হকদার	২২১
		পরিচ্ছেদ :	২২৪
অধ্যায়	:	ভরণ-পোষণ	২২৭
		অনুচ্ছেদ : বাসস্থানের ব্যবস্থা	২৩৩
		অনুচ্ছেদ :	২৪৫
অধ্যায়	:	গোলাম আযাদ করা	২৪৯
		অনুচ্ছেদ	২৫৬
অধ্যায়	:	এমন দাস প্রসঙ্গে যার কিছু অংশ আযাদ করা হয়	২৬১
অধ্যায়	:	দুই গোলামের একটিকে আযাদ করা	২৭৫
অধ্যায়	:	শর্তযুক্ত মুক্তি	২৮৩
অধ্যায়	:	অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দান	২৮৭
অধ্যায়	:	মুদাব্বার ঘোষণা	২৯১
অধ্যায়	:	দাসীর উম্মে ওয়ালাদ হওয়া	২৯৫
		কসম পর্ব	৩০৫
অধ্যায়	:	কোন্ বাক্য কসম রূপে বিবেচ্য	৩০৭
		অনুচ্ছেদ : কাফফারা প্রসঙ্গে	৩১০

		শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায়	:	প্রবেশ এবং বসবাস বিষয়ক কসম	৩১৩
অধ্যায়	:	বের হওয়া অথবা আরোহণ করা সংক্রান্ত	৩১৬
অধ্যায়	:	পানাহার সংক্রান্ত কসম	৩২১
অধ্যায়	:	কথা বলা সম্পর্কিত ইয়ামীন	৩২৯
		অনুচ্ছেদ	৩৩২
অধ্যায়	:	মুক্তিদান ও তালাক সংক্রান্ত ইয়ামীন	৩৩৪
অধ্যায়	:	ক্রয়-বিক্রয় বিবাহ ও অন্যান্য বিষয়ে কসম	৩৩৮
অধ্যায়	:	হজ্জ বা সালাত ও সিয়াম সংক্রান্ত ইয়ামীন	৩৪১
অধ্যায়	:	বস্ত্র বা অলংকার পরিধান ও অন্যান্য বিষয়ে কসম	৩৪৩
অধ্যায়	:	হত্যা, প্রহার ও অন্যান্য বিষয়ে কসম	৩৪৫
অধ্যায়	:	ঋণ পরিশোধ করা সংক্রান্ত কসম	৩৪৬
		বিবিধ মাসআলা	৩৪৭
অধ্যায়	:	হদ্দ (শাস্তি)	৩৫৩
		অনুচ্ছেদ ঃ হদ্দ ও তা জারী করার বিবরণ	৩৫৬
		পরিচ্ছেদ ঃ কোন্ সংগম হদ্দ ওয়াজিব করে আর কোন্‌টি করে না	৩৬০
		পরিচ্ছেদ ঃ যিনা সম্পর্কে সাক্ষ্য এবং তা প্রত্যাহার	৩৬৯
		পরিচ্ছেদ ঃ মদ্য পানের হদ্দ	৩৭৮
		পরিচ্ছেদ ঃ অপবাদের হদ্দ	৩৮২
		অনুচ্ছেদ ঃ সাধারণ শাস্তি বিধান	৩৯২
		চুরি অধ্যায়	৩৯৬
		পরিচ্ছেদ ঃ যে বিষয়ে কর্তন হবে আর যে বিষয়ে হবে না	৩৯৯
		অনুচ্ছেদ ঃ সংরক্ষিত (বস্তু) ও তা নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে	৪০৫
		অনুচ্ছেদ ঃ হস্ত কর্তন এবং তা সাব্যস্তের পদ্ধতি সম্পর্কে	৪১০
		পরিচ্ছেদ ঃ চুরিকৃত মালের পরিবর্তন সাধন	৪১৯
		পরিচ্ছেদ ঃ রাহাজানি	৪২১
অধ্যায়	:	জিহাদ	৪২৯
		পরিচ্ছেদ ঃ জিহাদ ও লড়াইয়ের পদ্ধতি	৪৩০
		পরিচ্ছেদ ঃ সন্ধি স্থাপন ও যাকে নিরাপত্তা দেওয়া যায়	৪৩৪

অধ্যায় ঃ কিতাবুন্নিকাহ্

বিবাহ পর্ব

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, অতীত বাচক দু'টি বাক্যের মাধ্যমে 'ঈজাব ও কবূল'[১]-এর দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয়।

কেননা যদিও এ বাক্য খবর প্রদানের জন্য গঠিত; কিন্তু প্রয়োজন নিরসনের জন্য শরীয়তের দৃষ্টিতে (বর্তমানে) দু'জন-এর জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

এমন দু'টি বাক্য যোগেও বিবাহ সংঘটিত হতে পারে, যার একটি হবে অতীত বাচক আর অন্যটি হবে ভবিষ্যৎ বাচক। যেমন এক পক্ষ বললো, আমাকে তুমি বিবাহ কর, আর অপর পক্ষ বললো, আমি তোমাকে বিবাহ করলাম।

কেননা 'আমাকে বিবাহ কর' কথাটির মর্মার্থ হলো বিবাহের জন্য ওকিল নিয়োগ করা। আর বিবাহের ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি উভয় পক্ষের দায়িত্ব পালন করতে পারে। আমরা পরবর্তীতে তা বর্ণনা করব ইন্‌শাআল্লাহ্।

নিকাহ্, বিবাহ, হেবা, মালিকানা ও দান সমার্থক শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, নিকাহ ও বিবাহ ব্যতীত কোন শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না। কেননা, মালিকানা জাতীয় শব্দগুলো 'প্রকৃত' এবং 'রূপক' কোন অর্থেই বিবাহ বোঝায় না।

কেননা نكاح (বিবাহ) ও تزويج (বিবাহ) এর মর্মার্থ হলো (দু'টি সত্তার মাঝে) মিলন ও জোড় সৃষ্টি করা। অথচ মালিক ও মালিকানাধীন-এ দু'টি সত্তার মাঝে মিলনের (ও জোড়ের) ভাব মোটেই নেই।

আমাদের দলীল এই যে, মালিকানা 'যথা ক্ষেত্রে'[২] যৌন সম্ভোগের অধিকার লাভের কারণ হয় দেহের মালিকানার মাধ্যমে। আর বিবাহ দ্বারা তা-ই সাব্যস্ত হয়। কারণ বিদ্যমান থাকা রূপক অর্থ গ্রহণের একটি মাধ্যম।

১। ঈজাব অর্থ এক পক্ষ থেকে প্রস্তাব উত্থাপন এবং কবূল অর্থ অপর পক্ষ থেকে সম্মতি প্রদান।

২। 'যথা ক্ষেত্রে' বলার কারণ এই যে, পুরুষ দাস কিংবা পশুর মালিকানা দ্বারা যৌন সম্ভোগের অধিকার অর্জিত হয় না।

পক্ষান্তরে যিম্মী সাক্ষী দু'জন যদি স্বামীর কথা শ্রবণ না করে থাকে তাহলে জায়েয হবে না। কেননা আক্দ উভয়ের কথা দ্বারা সংঘটিত হয় আর আক্দের জন্যই সাক্ষীর শর্ত রয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি কাউকে তার নাবালিকা কন্যাকে বিবাহ দেওয়ার আদেশ করে আর সে (আদিষ্ট ব্যক্তি) পিতার উপস্থিতিতে তাদের দু'জন ব্যতীত একজন লোকের সাক্ষীতে ঐ মেয়েকে বিবাহ দেয় তাহলে বিবাহ জায়েয হবে।

কেননা তখন একই মজলিস হওয়ার কারণে পিতাকে প্রত্যক্ষ আক্দ সম্পাদনকারী সাব্যস্ত করা হবে। আর ওয়াকীল নিছক দূত ও বক্তব্য উচ্চারণকারী হয়ে যাবে। ফলে বিবাহদানকারী (দ্বিতীয়) সাক্ষী রূপে বিদ্যমান থাকবে। পক্ষান্তরে পিতা অনুপস্থিত থাকলে জায়েয হবে না। কেননা মজলিস ভিন্ন হওয়ার কারণে পিতাকে প্রত্যক্ষ আক্দ সম্পাদনকারী রূপে সাব্যস্ত করা সম্ভব হবে না।

এই প্রেক্ষিতে পিতা যদি তার সাবালিকা কন্যাকে একজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহ দান করে তাহলে কন্যা উক্ত মজলিসে উপস্থিত থাকলে বিবাহ জায়েয হবে। যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে জায়েয হবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ মাহরাম প্রসংগ

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, নিজ মাকে আর দাদী ও নানীদের বিবাহ করা জায়েয নয়।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ

তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা এবং তোমাদের কন্যাগণকে।

আর দাদী-নানীগণও امهات এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, অভিধানে ام বা মা এর অর্থ হলো মূল। অথবা দাদী ও নানীদের হারাম হওয়া ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর আপন কন্যাকে বিবাহ করতে পারবে না।

প্রমাণ হলো, আমাদের উপরে বর্ণিত আয়াত। **আর আপন সন্তানের কন্যাকে বিবাহ করা যাবে না; যত অধঃস্তনই হোক।** এটি ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

আপন ভগ্নিকে এবং ভগ্নি-কন্যাদেরকে, তদ্রূপ ভ্রাতৃ-কন্যাদেরকে এবং ফুফু বা খালাকে বিবাহ করা হালাল নয়।

কেননা এরা যে হারাম তা উক্ত আয়াতে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে।

আর এদের মধ্যে শামিল হবে সর্বপ্রকার (আপন ও সৎ) ফুফু, সর্বপ্রকার খালা এবং সর্বপ্রকার ভ্রাতৃ-কন্যাগণ। কেননা বর্ণিত শব্দগুলোর মর্ম ব্যাপক।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর আপন স্ত্রীর মাতাকে বিবাহ করা হালাল নয়, স্ত্রীর সংগে সহবাস হোক কিংবা না হোক।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা সহবাসের শর্ত ছাড়াই وَأُمَّهٰتُ نِسَائِكُمْ

তোমাদের স্ত্রীদের মাতাগণ (তোমাদের জন্য হারাম) বলেছেন।

আর যে স্ত্রীর সংগে সহবাস হয়েছে, তার কন্যাকে বিবাহ করা হালাল নয়।

কেননা এ ক্ষেত্রে আয়াতে সহবাসের শর্ত উল্লেখিত হয়েছে। ঐ মেয়ে তার প্রতিপালনে থাকুক কিংবা অন্য কারো প্রতিপালনে থাকুক। কেননা প্রতিপালনের উল্লেখ প্রচলনের প্রেক্ষিতে হয়েছে। শর্তের প্রেক্ষিতে নয়। এ জন্যই হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে শুধু সহবাস না করার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। [১]

১। অর্থাৎ সাধারণতঃ সৎ কন্যা সৎ পিতার আশ্রয় ও প্রতিপালনেই থাকে। এ হিসাবে কথাটা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা হারাম হওয়ার জন্য সহবাস ও প্রতিপালন দু'টোই যদি শর্ত হতো তাহলে হালাল-এর বয়ানের ক্ষেত্রে উভয়টিকে নাকচ করে এভাবে বলাই স্বাভাবিক ছিলো— যদি তোমরা স্ত্রীগণের সংগে সহবাস না করে থাকো এবং ঐ কন্যা তোমাদের প্রতিপালনে না থেকে থাকে। কিন্তু যেহেতু এক্ষেত্রে প্রতিপালনের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি, সেহেতু বোঝা গেলো যে, হারাম হওয়ার জন্য সহবাস হওয়া এবং হালাল হওয়ার জন্য সহবাস না হওয়া যথেষ্ট; প্রতিপালনের হওয়া না হওয়া শর্ত নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, আর আপন পিতার এবং নানা ও দাদার স্ত্রীকে বিবাহ করা হালাল নয়।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَلَاتَنْكِحُوْا مَانَكَحَ أَبَاؤُكُمْ

—তোমাদের পিতারা যাদেরকে বিবাহ করেছে তাদের তোমরা বিবাহ করনা।

আর আপন পুত্রের কিংবা পুত্রের পুত্রদের স্ত্রীকে বিবাহ করা হালাল নয়।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ

—এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হারাম।

আর ঔরসের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে, পালক পুত্রের বিষয়টিকে বাদ দেওয়ার জন্য; দুধ-পুত্রের স্ত্রীকে হালাল করার জন্য নয়।

আর দুধ-মা ও দুধ-বোনকে বিবাহ করা হালাল নয়।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىْ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ

—তোমাদের যে মাতাগণ তোমাদের দুগ্ধ পান করিয়েছেন, তাদেরকে এবং তোমাদের দুধ বোনদেরকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হারাম।

এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يحرم من الرضاع مايحرم من النسب

নসব (রক্ত সম্পর্ক) এর কারণে যা হারাম, দুগ্ধ পানের কারণেও তা হারাম।

আর দুই বোনকে বিবাহের মাধ্যমে এবং সহবাসসহ মালিকানার মাধ্যমে একত্র করা যাবে না।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ

—আর দুই বোনকে একত্র করা, (হারাম)

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلايجمعن ماءه فى رحم اختين

—যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি এবং আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন দুই বোনের 'রেহেমে' আপন বীর্য একত্র না করে।